14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৬.....

'৮০-৮১ থেকে '৯২ সালের নিরীক্ষা

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে দেড় কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম উদঘাটিত

খায়রুল আনোয়ার

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে প্রায় দেড় কোটি টাকার গুরুতর আর্থিক অনিয়মের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের হিসাব সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক তদন্তে এই আর্থিক অনিয়মাবলী ধরা পড়ে। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এ ব্যাপারে একটি বিশেষ প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করেছে। প্রতিবেদন অনুসারে বড় দু'টি অনিয়মের মধ্যে আছে, প্রায় ৮৩ লাখ টাকা ব্যয়ের সমর্থনে কোন ভাউচার না থাকা এবং বইমেলা, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠান আদৌ না করে এর নামে ১৬ লাখ টাকা ব্যয় দেখানো। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র সম্পর্কে অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণকে বই-পুস্তক পাঠে উদ্বুদ্ধ করা, বই-পুস্তক প্রকাশনায় ও বেসরকারী পাঠাগার উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ১৯৮৩ সালের 'এনাম কমিটির রিপোর্টে' একে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর থেকে সংস্থাটির উদ্দেশ্য, গঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত কোন আইন বা অধ্যাদেশ জারি করা হয়নি। এ কারণে ইতোপূর্বে এ নিরীক্ষা অফিস সংস্থাটির হিসাব নিরীক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে গ্রন্থ কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কে অডিটর জেনারেলের অফিস অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠানটির ১৯৭১-৭২ হতে ১৯৯১-৯২ সালের হিসাব নিরীক্ষার পদক্ষেপ নেয়া হয়। নিরীক্ষাকালে কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, ১৯৭১-৭২ হতে ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত সময়ের রেকর্ডপত্রাদি বহু পুরনো হয়ে যাওয়ায় নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। ১৯৮০-৮১ হতে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত রেকর্ডপত্র নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করা হয়। যার ভিত্তিতে গ্রন্থ কেন্দ্রের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষায় জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের ১০টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হয়। এর মধ্যে আছে— মুক্তিযুদ্ধের দলিল ও আলোকচিত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা না করা, বই অনুদানের অর্থ প্রদান না করেই উক্ত খাতে ব্যয় দেখানো, সেমিনার, গ্রন্থমেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান না করে এর বাবদ বিপুল অঙ্কের ব্যয় প্রদর্শন, গ্রন্থ কেন্দ্র ভবনের চতুর্থ তলা নির্মাণে বিপুল অঙ্কের অনিয়মিত ব্যয়, বিপুল অর্থ ব্যয়ের সমর্থনে ভাউচার না থাকা, গাড়ি মেরামত না করে এ খাতে ব্যয় দেখানো, স্থানীয় বাজার থেকে কেনা বিপুল অঙ্কের ষ্টেশনারি সামগ্রীর হিসাব সংরক্ষণ না করা ইত্যাদি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্রন্থ কেন্দ্রের নামে ঢাকার সাতটি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সামগ্রী কেনার ভাউচার সংগ্রহ করা হয় এবং বইমেলা, সেমিনার, গ্রন্থসপ্তাহ ইত্যাদির নামে ১৬ লাখ ১০ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়। বইমেলা, সেমিনার ইত্যাদি কোথায় কবে এবং কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সমর্থনে কর্তৃপক্ষ কোন প্রমাণপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করতে পারেনি। গ্রন্থ কেন্দ্রের ঢাকা কার্যালয় চালানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার বই সরবরাহ করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের নাম, ঠিকানা ও বইয়ের মূল্য কিছুই রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এমনকি পরবর্তীকালে বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায়েরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ঢাকা কার্যালয়ের ১৯৮০-৯২ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে ১৭৭টি লাইব্রেরিকে বই ও বিভিন্ন আসবাবপত্র কেনার জন্য ৮২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা অনুদান হিসাবে বিতরণ করা হয়। কিন্তু উল্লিখিত অনুদান বিতরণের সমর্থনে প্রাপ্তি স্বীকার ও খরচের কোন ভাউচার পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রের একজন প্রুফ রিডার দুই নাম ধারণ করে ওভারটাইম বাবদ ২৬ হাজার টাকা নিয়েছেন। দেশের কোন প্রেসক্লাব গ্রন্থ কেন্দ্রের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯০ সালে একজন মন্ত্রীর নির্দেশে ফেনী প্রেসক্লাবকে এক লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের কোন চাকরিবিধি এবং হিসাববিধি প্রণয়ন করা হয়নি। সংস্থাটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে অধ্যাদেশ বা আইন জারি এবং চাকরিবিধি ও হিসাববিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।